তারিখ 09 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সমকাল

নতুন পে স্কেলে বৈষম্য

আবার আন্দোলনে যাচ্ছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকরা

■ সাব্বির নেওয়াজ

কয়েক দফা কর্মবিরতি, পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর কর্মসূচি পালনের পর সরকারের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেছিলেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। তবে অগ্রগতি না দেখে হতাশ হয়ে আবার আন্দোলনে যাচ্ছেন তারা।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র মহাসচিব আই কে সেলিমুল্লাহ খন্দকার গতকাল মঙ্গলবার সমকালকে বলেন, নতুন অষ্টম বেতন স্কেলে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাদের মর্যাদাহানিও ঘটেছে। সরকারের আশ্বাসে তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন। তবে দাবি পূরণের বাস্তব কোনো অগ্রগতি চোখে না পড়ায় শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়ছেন। আগামী ২০ মার্চ সভা করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৩০৫টি সরকারি কলেজসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে বর্তমানে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ১৪ হাজার কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। এটি বিসিএসের সবচেয়ে বড় ক্যাডার। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

আবার আন্দোলনে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সেলিমউল্লাহ খন্দকার জানান, অন্যান্য ক্যাডারে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়া হলেও শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি হয় বিষয়ভিত্তিক (সাবজেক্ট)। এ কারণে এ ক্যাডারে চরম বৈষম্য বিদ্যমান। দেখা যায়, একই বিসিএসে চাকরিতে যোগদান করেও কেউ দ্রুত অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন, আবার কেউ সহকারী অধ্যাপক হয়েই পড়ে থাকছেন। নতুন বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় এ বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরিন বেগম সমকালকে বলেন, বর্তমানে কলেজের অধ্যাপকরা (সর্বোচ্চ পদ) চতুর্থ গ্রেডের কর্মকর্তা। সিলেকশন গ্রেড থাকায় এতদিন আংশিক অধ্যাপক গ্রেড-৩-এ যেতে পারতেন; কিন্তু সিলেকশন গ্রেড বাদ দেওয়ায় এখন এই পথ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা গ্রেড-৫ থেকে পদোন্নতি পেয়ে সরাসরি গ্রেড-৩-এ উন্নীত হন। অথচ শিক্ষকদের বেলায় গ্রেড-৫ থেকে পদোন্নতি হওয়ার পর গ্রেড-৪-এ উন্নীত করা হয়। এই বৈষম্য নিরসনেরও দাবি করে আসছেন তারা। কিন্তু সেটা নিরসন না করে উল্টো সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় শিক্ষকরা আরও বৈষম্যের শিকার হবেন।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা এর আগে গত ৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি এবং ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। একই দাবিতে তারা গত ৪ ও ৫ জানুয়ারিও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে কর্মবিরতি পালন করেন। অষ্টম বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল ছাড়াও শিক্ষকদের পদ আপগ্রেডেশন এবং 'বৈষম্য' নিরসনে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদোন্নতির দাবি জানিয়ে আসছেন শিক্ষকরা। এছাড়া অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অবনমনের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

ময়মনসিংহের সরকারি আনন্দমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ শাহজাহান করিম সমকালকে বলেন, অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পঞ্চম থেকে সরাসরি তৃতীয় গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারের পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকরা পদোন্নতি পেয়ে চতুর্থ গ্রেডে অধ্যাপক হতেন। চতুর্থ গ্রেডের অধ্যাপকদের অর্ধেক সিলেকশন গ্রেড পেয়ে তৃতীয় গ্রেড পেতেন। সাধারণ শিক্ষকদের অভিযোগ, নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড বাতিলের ফলে অধ্যাপকদের চতুর্থ গ্রেড থেকেই অবসরে যেতে হবে। ফলে মর্যাদা ছাড়াও বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন তারা।

অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মতো ১ জুলাই থেকেই পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকদের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তৃতীয় গ্রেডে বেতন দিতে সরকারি আদেশ জারির দাবি জানিয়ে আসছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি। এছাড়া নায়েম মহাপরিচালক, এনসিটিবি চেয়ারম্যান, সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলা সদরের অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষের পদকেও গ্রেড-১-এ উন্নীত এবং মাউশি, নায়েম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক; অনার্স-মাস্টার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ, শিক্ষা বোর্ডের সচিব এবং এনসিটিবির সদস্যদের পদকে দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীতের দাবি জানিয়েছে সমিতি। এছাড়া অনার্স ও মাস্টার্স রয়েছে এমন বিভাগে দ্বিতীয় গ্রেডের একজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি এবং বিকল্প ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখার দাবি রয়েছে বিসিএস শিক্ষা সমিতির।